দৈনিক বাংলা

453

যে দীপ জ্বলতেই থাকবে

আজ জেগে ওঠার দিন। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। আজ বেঁচে ওঠার দিন। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। চেতনাকে শাণিত করার দিন আজ। একুশে ফেব্রুয়ারী। আজ থেকে ঊনত্রিশ বছর আগে এই দিনটিতে বাংলাদেশের মানুষ রক্তের অক্ষরে উৎকীর্ণ করেছিল আপন সত্তার পরিচয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে লড়াইয়ের পতাকা হাতে নিয়ে রাজপথে নেমে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার শাসকের বুলেটে প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই আত্মত্যাগ, সেই প্রতিরোধ, সেই আন্দোলনের স্মৃতি জাতি হিসাবে আমাদের চিত্তে চিরজাগ্রত। আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারীতে বীর শহীদানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

একথা আজ সুস্পষ্ট যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে নিবদ্ধ ছিল না। এর পেছনে ছিল একটি গোটা জাতির প্রবল উত্থানের স্বপ্ন, সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য থেকে বজ্র তুলে নিয়ে এদেশের মানুষ রচনা করেছে নতুন ইতিহাস, সৃষ্টি করেছে নতুন মানচিত্র—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলন আমাদের দিয়েছে সত্তার পরিচয়, দিয়েছে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস, দিয়েছে মর্যাদা আর গৌরব। আমাদের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারী এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি বলেই একুশে ফেব্রুয়ারীতে জাতি হিসাবে আমাদের দায়িত্বগুলি তীক্ষ্ণভাবে সামনে উঠে আসে। এই উপমহাদেশে আমরাই প্রথম মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্যে লড়াই করেছি এবং ভাষা, ভূগোল ও জনবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন করেছি। এই রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের হাতে। আমাদের এখন দারিদ্র্য জয় করতে হবে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। বিকশিত করে তুলতে হবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক ও পরশাসনামলে আমাদের আপন সংস্কৃতির বিকাশ অবহেলিত হয়েছে, রুদ্ধ হয়ে থেকেছে আমাদের স্বাধীন সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাষা, সাহিত্য ও আপন সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে।

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারীতে বীর শহীদানের স্মৃতি চিত্তে ধারণ করে আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ করব। নতুনভাবে আজ আমাদের শপথ নিতে হবে, আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকব এবং স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা তুলে রাখব। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র আমরা প্রতিহত করব।

দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর আগে ঢাকার রাজপথে যারা বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন তারা জাতি হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠা ও সর্বাঙ্গীন মুক্তির পথ নির্দেশ করে গেছেন। আমাদের লড়াই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের লড়াই, আমাদের লড়াই অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই, আমাদের লড়াই নিজস্ব সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের লড়াই। বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলার সংগ্রাম এই সার্বিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের সার্বিক সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যোগাবে, দেবে সামনে চলার পাথেয়।

ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদানের স্মৃতির প্রতি পুনরায় আমরা আমাদের বিনম্র চিত্তের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং এই আন্দোলন যারা গড়ে তুলেছিলেন তাদের আমরা অভিনন্দিত করি। জাতির ইতিহাসে তাদের নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে।

আমাদের সামনে ধ্রুবতারার মত জেগে আছে একুশে ফেব্রুয়ারী। ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদানের যে দীপ প্রজ্বলিত করে গেছেন তা জ্বলতেই থাকবে, সামনে এগিয়ে চলার যে পথ তারা উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন সেখানে কাফেলা চলতেই থাকবে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর শিক্ষা ও তাৎপর্য আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আপামর মানুষের কাছে সামনে চলার পাথেয়।

185